ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 149 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪৯ ● কলকাতা ● ১৯ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● বুধবার ● ০৩ জুন ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

তৃণমূল জঙ্গি সংগঠনের মতোই, ব্যান করা হোক'! বিস্ফোরক দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভরাডুবির পর বিরোধী দল হিসেবে নতুন করে সই বিতর্কে এবার নাকানিচোবানি খাচ্ছে ঘাসফুল শিবির। 'দুর্নীতির অভিযোগে মানুষ মুখ ফিরিয়েছেন, অপকর্মের জন্য পার্টিটাকেই ব্যান করা উচিত'। তৃণমূলকে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তুলনা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের। শনিবার সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়েও কার্যত ব্যঙ্গাত্মক সুর শোনা গেল মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের গলায়। সৌগত রায়ের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা বলেছি ডিমের ক্রাইসিস আছে। এর-তার গায়ে ডিম ছুঁড়ে নষ্ট করবেন না। ডিম খান। শক্তি বাড়ান। ফালতু লোককে ডিম মেরে লাভ নেই।"

বিরোধী দলনেতা রেজোলিউশনে সই জাল কাণ্ড নিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে বলেন, "পুরো পার্টিটাই জালি। আর কী আশা করা যায়, মুষল পর্ব শুরু হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি দলটা উঠে যায় বাংলার পক্ষে ততই মঙ্গল"। দিলীপের দাবি, "অপকর্মের জন্য পার্টিটাকেই ব্যান করা উচিত। ওদের প্রতীক ব্যান করে দেওয়া উচিত। জঙ্গি সংগঠনের মতো কাজ করে তৃণমূল কংগ্রেস।"

এই প্রসঙ্গে দিলীপ কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তিনি বলেন, "সবাইকে চুরি করতে শিখিয়েছেন। এখন তার ফল ভোগ করতে হবে। ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম। রাখাল স্কুলে সবার খাতা বই পেনসিল চুরি করত। যেদিন ধরা পড়ল সেদিন মাসির কানে কথা বলার বাহানায় মাসির কান কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল। বলল মাসি তুমিই আমাকে চুরি করতে শিখিয়েছ। এই মাসির কান কাটা এখনও বাকি আছে"।

পর্ব 308

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শিববাবা ৪০ বৎসর ধ্যানসাধনা করে নিজের গুরুদেবের থেকে যে শক্তির ভাণ্ডার নিয়ে সামলে রেখেছিলেন, ঐ ভাণ্ডার গুরুদেব আমাকে স্মরণ করাচ্ছিলেন। তা হল শক্তি-সংগ্রহ আর শক্তি সংগ্রহিত করা হয় কেবল বিতরণের জন্য।

ক্রমশঃ

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলো

স্মৃতি সামন্ত,কলকাতা

নয়া সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরেই ভুবনেশ্বরে এবিভিপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক গঠিত হয়। বাংলার জনমতকে গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে অভিনন্দন জানান এবিভিপির রাজ্য সভাপতি ডঃ নীলকান্ত ভট্টাচার্য।অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (A B V P) প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির সদস্য মাননীয় শুভব্রত অধিকারী, রাজ্য সম্পাদক মাননীয় ডাঃ নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য এবং প্রদেশ মিডিয়া সংযোজক অনন্ত বারুই।

এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যসমিতি সদস্য মাননীয় শুভব্রত অধিকারী বলেন, "এই প্রস্তাবগুলি বর্তমান জাতীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ছাত্রসমাজ ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকের পূর্বে ২৭ মে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির বৈঠকে 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনমানসকে অভিনন্দন শীর্ষক একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা, সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা এবং শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।"

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক মাননীয় ডাঃ নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বারবার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। জনগণের এই সচেতনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার ভবিষ্যতেও রাজ্য ও দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বিশ্বাস করে যে, জাতীয় স্বার্থ, শিক্ষার উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার লক্ষ্যে ছাত্রসমাজকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই এবিভিপি আগামী দিনেও বিভিন্ন জনমুখী ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।"

লাখ লাখ টাকা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে, শেষে খেল কিনা উইয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বছর চারেক আগে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছে। আবার রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল নেতার পাটখেত থেকে উদ্ধার হয়েছে বস্তা বস্তা ভর্তি টাকা। এবার টাকার পাহাড় কলেজের ইউনিয়ন রুমে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুমের আলমারি থেকে পাওয়া গেল লক্ষ লক্ষ উই ধরা টাকা। তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষও। তিনি বলেন, "এরা কত বড় চোর যে লক্ষ লক্ষ টাকা উইপোকা খাওয়ায়। তাহলে এরা কত হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে।"কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে দুই ব্যাগ ভর্তি উইয়ে খাওয়া টাকা উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়েছে। তৃণমূলকে নিশানা করে কলেজের তৃণমূল ছাত্রনেতাদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ।

জানা গিয়েছে, মশার লার্ভা যাতে না হয়, সেজন্য মঙ্গলবার কলকাতা পৌরনিগমের তরফে আধিকারিকরা এসে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুমের তালা ভাঙতে বলেন। সাফাই কর্মচারীরা অধ্যাপকদের অনুমতি নিয়ে তালা ভাঙেন। তারপর আলমারি থেকে দুই ব্যাগ ভর্তি টাকা পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা এল কোথা

এরপর ৩ পাতায়

কর্মীর অভাবে ধুঁকছে ফালাকাটা পুরসভা, পরিষেবা দিতে চরম সমস্যায় কর্মীরা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা পুরসভা গঠনের চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কর্মীর অভাব কাটেনি। ফলে নাগরিক পরিষেবা প্রদান করতে গিয়ে কার্যত হিমশিম খেতে হচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষকে। বর্তমানে পুরসভায় স্থায়ী কর্মী হিসেবে রয়েছেন মাত্র একজন ফিনান্স অফিসার,একজন আইটি কর্মী এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার। এক্সিকিউটিভ অফিসার থাকলেও তাঁকে আলিপুরদুয়ারে

ডিএমডিসির দায়িত্বও সামলাতে হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ প্রশাসনিক ও পরিষেবা সংক্রান্ত কাজের ভার সামলাচ্ছেন অস্থায়ী কর্মীরাই।পুরসভা সূত্রে জানা

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

কর্মীর অভাবে ধুঁকছে ফালাকাটা পুরসভা, পরিষেবা দিতে চরম সমস্যায় কর্মীরা

গিয়েছে, বর্তমানে ২২ জন অস্থায়ী কর্মী বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছেন। পুরসভা গঠনের সময় ফালাকাটা ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পারঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তাঁদের আনা হয়েছিল। অভিযোগ, দীর্ঘ চার বছর ধরে নিরলসভাবে কাজ করলেও এখনও পর্যন্ত তাঁরা স্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মীর স্বীকৃতি পাননি। কর্মী সংকটের কারণে একজনকেই একাধিক বিভাগের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। কেউ তিনটি, আবার কেউ পাঁচটি পর্যন্ত বিভাগের কাজ সামলাচ্ছেন।সম্প্রতি চালু হওয়া অন্নপূর্ণা যোজনার কাজও মূলত এই অস্থায়ী কর্মীদের উপরেই নির্ভর করছে। অস্থায়ী কর্মীদের দাবি,শুরু থেকেই তাঁরা চুক্তিভিত্তিক কর্মীর মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও কার্যকর কোনও সমাধান মেলেনি। অস্থায়ী কর্মী সুনীল রায় বলেন,পুরসভাকে সচল রাখতে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছি। নতুন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, চাকরির নিরাপত্তা ও প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করা হোক।

(২ পাতার পর)

লাখ লাখ টাকা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে, শেষে খেল কিনা উইয়ে

থেকে? অনেকে বলছেন, দুই ব্যাগ মিলিয়ে ৫০-৬০ লক্ষ টাকা রয়েছে। খবর পেয়ে আসে মুচিপাড়া থানার পুলিশ। অভিযোগ, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক তৃণমূল নেতা এক ইউনিয়ন রুম কন্ট্রোল করতেন।

কী বললেন সজল ঘোষ?

বরাহনগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, "আর কী দেখতে হবে এই জীবনে সেটাই ভাবছি। আমরা দেখলাম পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর ঘরে টাকার ভান্ডার। তৃণমূল নেতার পাটখেতে টাকা। এবার ইউনিয়ন রুমে আলমারির ভেতর লাখ লাখ টাকা। সেটা উইয়ে খেয়েছে। কত টাকা থাকলে টাকা উইয়ে খায়? এর আগে আমি দেখিয়েছিলাম, এই কলেজের ফাংশন ফান্ডে এখনও দেড় কোটি টাকার বেশি রয়েছে। এই টাকা জনতার টাকা। ছেলেদের ভর্তির টাকা। টাকা নিয়ে যেমন চাকরি হয়েছে। তেমনই এইসব কলেজে কোটি টাকার বিনিময়ে ভর্তি হয়েছে। এতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জড়িত। পুলিশ কোনওদিন এদের কেশাগ্র স্পর্শ করেনি। তাই বলছি, এদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক।"

সাত বছরের রামিসার যৌনাঙ্গ ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলেছিল ধর্ষক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: রাজধানী পল্লবীর সাত বছরের শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণের পর যৌনাঙ্গ ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছিল ধর্ষক সোহেল রানা। তার পর ধর্ষণের প্রমাণ লোপাটে জল দিয়ে ধুইয়ে দিয়েছিল ছোট্ট রামিসার সারা শরীর। যার ফলে ডিএনএ টেস্টে ধর্ষণের প্রমাণ মেলেনি। গতকাল সোমবার (১ জুন) আদালতে এমনই শিহরে ওঠার মতো দাবি করেছেন সরকারি আইনজীবী। বিচারকের প্রশ্নের জবাবে সরকারি আইনজীবী আজিজুর রহমান দুলু বলেন, 'আসামি সোহেল নির্যাতিতা রামিসার গোপনাঙ্গ কেটে ক্ষতবিক্ষত করে। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলে। সেই জন্য তার শরীরে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ডিএনএন পরীক্ষা করতে গেলে স্থানটি শুকনো অবস্থায় লাগে। কোনও অংশ জলের সংস্পর্শে এলে ডিএনএ নমুনা আর থাকে না। ধর্ষণের প্রমাণ নষ্ট করে ফেলেছে সোহেল। বিচারকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে কাল্পনিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে।' তাঁর ওই কথা শুনে থ মেরে যান বিচারক থেকে আদালতে হাজির প্রত্যেকেই।

গত ১৯ মে রাজধানীর পল্লবীর একটি বাড়ি থেকে সাত বছরের শিশু রামিসার খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ফ্ল্যাটটিতে বসবাসকারী সোহেল

এরপর ৪ পাতায়

স্বয়ংসেবক সংঘের শৈক্ষিক অভিযান

অভিজিৎ হাজরা,পাঁচলা, হাওড়া

" অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ " এর হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং পাঁচলা নর্থ সার্কেলের ব্যবস্থাপনায় গঙ্গাধরপুর বিদ্যামন্দিরের নিউ বিল্ডিং এ অনুষ্ঠিত হলো সদস্যতা অভিযান ও শৈক্ষিক পরিচয় পর্ব।

দেবী সরস্বতীর পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও দেশ বন্দনার মধ্যদিয়ে, সম্পাদক ডঃ সচ্চিদানন্দ দাস সভাকাজ শুরু করেন। এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঈশ্বর সন্তোষ দাস - র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও, নিরাবতা পালন ও বৈদিক শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের পর শিক্ষক সংগঠনের ভারতীয় ভাবধারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক ড: সচ্চিদানন্দ দাস, কোষাধ্যক্ষ শ্যামল মাইতি,কার্যকর্তা গৌরব দাস, জেলা মহিলা প্রমুখ দুর্গা সোনকর, স্টেট কমিটির মেম্বার শর্মিলা চক্রবর্তী প্রমুখ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর তাম্রলিপ্ত বিভাগ সংযোজক ও দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্তের যুব আয়াম প্রমুখ শুভেন্দু সরকার এবং সঙ্ঘের প্রজ্ঞা প্রবাহের সম্পাদক লক্ষীকান্ত ঘোষ। সেই সঙ্গে পাঁচলা ব্লকের ৫১ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ও ব্লক প্রমুখ গণ। সমস্থ অনুষ্ঠানি সঞ্চালনা করেন স্বপন নাথ।

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার ২০২৬-এর জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২৬

ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার (পিএমআরবিপি) ২০২৬-এর জন্য আবেদন গ্রহণ করার কাজ শুরু করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী শিশুদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

আবেদন গ্রহণ করা হবে ৩১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত। আবেদনপত্র জমা করার পোর্টাল হল https://awards.gov.in। ৩১ জুলাই ২০২৬ যাদের বয়স ৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে তারা আবেদন করতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে কিংবা প্রাতিষ্ঠানের তরফে আবেদন করা যাবে। শিশুরা স্ব-মনোনয়নের ভিত্তিতেও আবেদন করতে পারে।

এই পুরস্কার দেওয়া হয় ৬টি বিভাগে।

- সাহসিকতা
- সমাজ সেবা
- পরিবেশ রক্ষা
- ক্রীড়া
- শিল্প ও সংস্কৃতি
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

পোর্টালে আবেদনের সময় নাম, জন্ম তারিখ, আধার, মোবাইল নম্বর, ই-মেল আইডি ইত্যাদি জানাতে হবে। ওয়েবসাইটে গিয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বিভাগের মধ্যে "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার" অংশটি বেছে নিতে হবে। ক্লিক করতে হবে – "নমিনেট/অ্যাপ্লাই নাও" অপশন। জানাতে হবে কোন বর্গের জন্য আবেদন করা হচ্ছে। নিজের জন্য, না অন্য কারও জন্য আবেদন করা হচ্ছে জানাতে হবে তাও। এরই সঙ্গে এক হাজার শব্দের মধ্যে দিতে হবে একটি রাইট-আপ। সেখানে প্রামাণ্য নথি এবং সাম্প্রতিক ছবিও দেওয়া জরুরি।

"রেজিস্টেশন অ্যান্ড নমিনেশন প্রসেস ফর পিএমআরবিপি"-তে দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী মনোনয়ন জমা দেওয়া যেতে পারে। চূড়ান্তভাবে আবেদন দাখিলের আগে সবকিছু ভালোভাবে দেখে নিতে হবে অবশ্যই।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চৌবিশতম পর্ব)

সময় শিশুটিকে একটি আঘাত ক'রে মেরে ফেললো। পরে যখন কাপড় কাচা হয়ে গেলো, তখন আবার সে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো। বেহুলা বুঝতে পারলো, এ মানুষ বাঁচাতে জানে। পরদিন বেহুলা গিয়ে তার পদতলে পড়লো। তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে অনুরোধ করলো। ওই ধোপানির নাম নেতাই। সে বললো, "একে আমি বাঁচাতে পারবো না, একে মেরেছে মনসা। তুমি স্বর্গে যাও, দেবতাদের সামনে উপস্থিত হও। দেবতারা ভালোবাসে নাচ দেখতে। তুমি যদি তোমার নাচ দেখিয়ে তাদের মুগ্ধ করতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

সাত বছরের রামিসার যৌনাঙ্গ ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলেছিল ধর্ষক

রানা ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। জেরার মুখে পুলিশের কাছে রামিসাকে ধর্ষণ ও হত্যার কথা স্বীকার করে নেয় সোহেল। গত ২৪ মে মামলার তদন্ত আধিকারিক (আইও) পল্লবী থানার এসআই অহিদুজ্জামান ভূঁইয়া নিপুণ আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেন।

গতকাল সোমবার মহানগর শিশু হিংসা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকীনের এজলাসে ধৃত সোহেল রানা ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জগঠনের শুনানি ছিল। শুনানিতে আসামির আইনজীবী দাবি করেন, 'ফরেনসিক রিপোর্টে ধর্ষণের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি সোহেলের ডিএনএ টেস্ট করানো হয়নি।' শুধু তাই নয়, রামিসাকে খুন ও ধর্ষণের কথা অস্বীকার করে সোহেল দাবি করেন, 'ডলার নামের এক ব্যক্তি রামিসাকে ধর্ষণ করে খুন করেছে। সে শুধু সহযোগিতা করেছে।'

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূর্যের প্রার্থনা শুনে শিব শনির মুরচ্ছা ভঙ্গ করলেন। শনিদেবে অভিমান ভঙ্গ হল এবং ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমরপন করে ক্ষমা চাইলেন। আসলে অসহায় শনি ভাই-বোনের থেকে দূরে সরে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পাইকারি মূল্য সূচকের ভিত্তি বছর ২০১১-১২ থেকে পরিমার্জন করে ২০২২-২৩ করা হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাইকারি মূল্য সূচকের ভিত্তি বছর ২০১১-১২ থেকে পরিমার্জন করে ২০২২-২৩ করা হয়েছে। উৎপাদক মূল্য সূচকের সংকলন ২৫.০৫.২০২৬-এর বৈঠকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রস্তাবিত সংকলন পদ্ধতি, দাম এবং মূল্যমানের পরিসংখ্যান কারিগরি পরামর্শদাতা কমিটি অনুমোদন করতো। এর পাশাপাশি জাতীয় পরিসংখ্যান কমিশনের সামনেও এই পদ্ধতিকে পেশ করা হত।

আর্থিক পরামর্শদাতা কার্যালয় ডিপিআইআইটি ২০২২-২৩কে ভিত্তি বছর ধরে পাইকারি মূল্য সূচকের পরিমার্জিত সিরিজ ১৫.৬.২০২৬ বেলা ১২টায় বের করবে যা ২০১১-১২কে ভিত্তি বছর ধরে চলতি পাইকারি মূল্য সূচকের সিরিজের পরিবর্তন ঘটাবে। এর পাশাপাশি কার্যালয় আউটপুট উৎপাদক মূল্য সূচকে নতুন সিরিজও প্রকাশ করবে। ট্রায়াল ইনপুট উৎপাদক মূল্য সূচক এবং ২০২২-২৩ ভিত্তি বছর ধরে ব্যাঙ্কিং, সিকিউরিটিজ লেনদেন, বিমা, পেনশন তহবিল ম্যানেজমেন্ট, রেলওয়েজ, বিমান যাত্রী এবং টেলিকম এই ৭টি পরিষেবার সার্ভিস উৎপাদক মূল্য সূচকের নতুন সিরিজ বের করা হবে। প্রথম সারির অর্থনীতিতে বিশ্বস্তরে গৃহীত শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রস্তাব মোতাবেক পাইকারি মূল্য সূচক থেকে উৎপাদক মূল্য সূচকে এই রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। এতে উৎপাদকরা মুদ্রাস্ফীতিতে কতখানি প্রভাবিত হচ্ছেন তা ফুটে ওঠে।

পাইকারি মূল্য সূচক এবং আউটপুট উৎপাদক মূল্য সূচক মে ২০২৬ (প্রাথমিকভাবে) মাসিক ভিত্তিতে পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে এপ্রিল ২০২৩ থেকে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত বিগত ৩৭ মাসে সিরিজও ১৫.৬.২০২৬-এ পাওয়া যাবে। মাসিক ট্রায়াল ইনপুট উৎপাদক মূল্য সূচক (কেবলমাত্র নির্মাণ ক্ষেত্রের জন্য) পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে মার্চ ২০২৬ থেকে প্রকাশিত হবে।

পাইকারি মূল্য সূচক, আউটপুট উৎপাদক মূল্য সূচক এবং পরিষেবা উৎপাদক মূল্য সূচক ভিত্তিমূল্য (নিট কর এবং বাণিজ্যিক ও পরিবহণ মার্জিন ব্যতিরেকে)-এর ওপর নির্ভর করে সংযোজিত। অন্যদিকে যেহেতু বাজার থেকে শিল্পসংস্থাগুলি প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনে উৎপাদক মূল্য সূচক সংযোজনের ক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্যকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মিলেছে। মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার ধানুকা তালুক এলাকার অম্বেসারি গ্রামে তৃতীয় পার্বত্য টানেলটির কাজে সাফল্য মিলেছে। এর ফলে, এই প্রকল্পে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে মহারাষ্ট্রে তিনটি টানেলের কাজে সাফল্য পাওয়া গেল।

তৃতীয় টানেলটি ৪১৭ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪.৪ মিটার চওড়া। এতে আপ এবং ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উন্নত কারিগরি কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি এতে পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা এবং অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এ বছরের ২ জানুয়ারি পালঘর জেলায় ১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রথম টানেলটির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। এরপর, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ৪৫৪ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় টানেলটির কাজ শেষ করা হয়।

এই প্রকল্পে মহারাষ্ট্রে সাতটি টানেলের মধ্যে তিনটির কাজ সম্পূর্ণ হ'ল।

জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের বিভিন্ন বৃত্তি প্রকল্পের বেশ কয়েকজন প্রাপক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের বিভিন্ন বৃত্তি প্রকল্পের বেশ কয়েকজন প্রাপক আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁদের উদ্দেশে বলেন, দেশে মেধার কোন অভাব নেই। যা প্রয়োজন তা হল মেধাবীদের কাছে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং পরামর্শ পৌঁছে দেওয়া। গ্রাম এবং প্রত্যন্ত এলাকাতেও মেধাসম্পন্ন মানুষের উপস্থিতি যথেষ্ট – তা আজ প্রমাণিত।

তাঁদের সহায়তায় এবং ক্ষমতায়নে সরকার ধারাবাহিক ভাবে সচেষ্ট বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বৃত্তি প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আর্থিক সহায়তা নয়, স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলায় এই সব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক শর্ত বলে রাষ্ট্রপতি মনে করিয়ে দেন। এপ্রসঙ্গে নিজের জীবনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। সঠিক পথে এগোলে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণ অবশ্যই সম্ভব হবে বলে রাষ্ট্রপতি

মায়ানমারের প্রেসিডেন্টের ভারত সফরকালে দুই দেশের যৌথ বিবৃতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে, মায়ানমারের প্রেসিডেন্ট উ মিন অং হ্লাইং ৩০ মে থেকে ৩ জুন ২০২৬ পর্যন্ত তাঁর প্রথম ভারত সফর করছেন।

প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন তাঁর কার্যালয়, পররাষ্ট্র, অর্থ ও রাজস্ব, কৃষি ও সেচ, এবং শিল্প ও এমএসএমই ব্যবসা উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীগণ, এবং মায়ানমারের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর। এছাড়া মায়ানমার প্রতিনিধিদলে রয়েছেন, ওষুধ শিল্প, জ্বালানি, ব্যাঙ্কিং, নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ, বাণিজ্য ও লজিস্টিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এবং মায়ানমার-ভারত মৈত্রী সমিতির সদস্যরা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং মায়ানমারের প্রেসিডেন্ট ১ জুন ২০২৬ তারিখে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন; এই আলোচনায় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেন। ভারত সফররত এই বিশিষ্ট অতিথির সম্মানে প্রধানমন্ত্রী একটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। একই দিনে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু মায়ানমারের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত ডোভাল পৃথকভাবে মায়ানমারের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

৩০ মে ২০২৬ তারিখে প্রেসিডেন্ট বুদ্ধগয়া সফর করেন; সেখানে তিনি মহাবোধি মন্দির, মহাবোধি ধ্যান কেন্দ্র এবং সুজাতা মন্দিরে প্রার্থনা করেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এই পবিত্র স্থানগুলি পরিদর্শন দুই দেশের মধ্যে সুগভীর আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যগত সম্পর্ক,

পাশাপাশি দুই দেশের মানুষের মধ্যে নিবিড় সংযোগকে বিশেষভাবে তুলে ধরে।

৩১ মে ২০২৬ তারিখে নতুন দিল্লিতে ইউএমএফসিসিআই এবং সিআইআই-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ভারত-মায়ানমার বাণিজ্য কনক্লেভ'-এ প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আরও জোরদার ও সম্প্রসারিত করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, রাষ্ট্রপতি গ্রেটার নয়ডায় অবস্থিত 'এনটিপিসি এনার্জি টেকনোলজি রিসার্চ অ্যালায়েন্স' প্রাঙ্গন পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি

পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি উদ্ভাবন, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, নবীকরণযোগ্য জ্বালানির সমন্বয় এবং গ্রিড সুস্থায়িত্ব সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলতে থাকা উন্নত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। মায়ানমার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, মায়ানমার ভারতের 'প্রতিবেশী সর্বাগ্রে, 'অ্যাক্ট ইস্ট' এবং 'মহাসাগর' (আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অগ্রগতির লক্ষ্যে পারস্পরিক ও সামগ্রিক অগ্রগতি) নীতিগুলির কেন্দ্রে রয়েছে। এই আলোচনায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, সীমান্ত ব্যবস্থা, উন্নয়ন সহায়তা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়। উভয় পক্ষ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক নিয়ে বর্তমান আলোচনার বিষয়টি উল্লেখ করে এবং সেগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে আশা ব্যক্ত করে।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এই অঞ্চলে পারস্পরিকভাবে লাভজনক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে 'কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট' প্রকল্প এবং 'ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিদেশীয় মহাসড়ক' - এই দুটি

প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার গুরুত্বের বিষয়ে উভয় পক্ষ সহমত পোষণ করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ২০২৬ সাল থেকে মায়ানমারের শিক্ষার্থীদের জন্য 'মেকং-গঙ্গা আইসিসিআর' বৃত্তির সংখ্যা ৩৬ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা হবে।

দু'পক্ষই 'রুপি-কিয়াত ব্যবস্থা' সহ বিভিন্ন মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে সহজতর ও সম্প্রসারিত করতে সম্মত হয়েছে এবং ২০২৪ সালের মে মাসে এই ব্যবস্থাটি চালু হওয়ার পর থেকে লেনদেনের পরিমাণে যে ধারাবাহিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, তার প্রশংসা করেছে।

এছাড়া, উভয় পক্ষই নিজ নিজ জাতীয় আইন ও বিধি মেনে কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ, পেট্রোলিয়াম, জ্বালানি এবং খনি ক্ষেত্রের মতো পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মায়ানমারের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি ভারতের সমর্থনের বিষয়টি ফের তুলে ধরেন। উভয় পক্ষই তাদের নিরাপত্তা স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য নিজ নিজ সার্বভৌম ভূখণ্ডের অপব্যবহার রোধ করার ওপর জোর দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট মায়ানমারের পক্ষ থেকে এই নিশ্চয়তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, ভারতের নিরাপত্তা স্বার্থের বিরোধী কোনও কাজে মায়ানমারের ভূখণ্ডকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, মায়ানমারের অবিচল ও বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে ভারত দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরও দৃঢ় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী শান্তি, স্থিতিশীলতা, জাতীয় সংহতি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে মায়ানমারের নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট উ মিন অং হ্লাইং-এর এই সফর মায়ানমার ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বকে এবং দুই দেশের পারস্পরিক কল্যাণের স্বার্থে সহযোগিতাকে আরও জোরদার করার বিষয়ে উভয় দেশের যৌথ অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেছে। উভয় পক্ষই সর্বস্তরে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে সম্মত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট উ মিন অং হ্লাইং

উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে মায়ানমার সফরেরও আমন্ত্রণ জানান তিনি।

সিনেমার খবর

‘জোরে বলো—সরি’, রাগ ভুলে আলোকচিত্রীদের সঙ্গে সালমানের রসিকতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাসপাতালে ঢুকে উত্তক্ত করার কারণে আগের রাতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাপারাজ্জিদের তীব্র ভাষায় ধমক দিয়েছিলেন বলিউড সুপারস্টার সালমান খান। তবে এর ঠিক ২৪ ঘণ্টার মাথায় সব রাগ ভুলে ক্যামেরার পেছনের মানুষদের আপন করে নিলেন তিনি। শুধু ক্ষমাই করলেন না, ভরা মজলিসে মিষ্টি রসিকতায় মেতে উঠলেন তাদের সঙ্গে।

বুধবার রাতে মারাঠি সিনেমা ‘রাজা শিবাজি’র সাফল্যের আনন্দ উদযাপনে আয়োজিত এক পার্টিতে হাজির হয়েছিলেন সালমান, যে সিনেমায় তাকে একটি অতিথি চরিত্রে দেখা গেছে। অনুষ্ঠানস্থলে সালমান গাড়ি থেকে নামতেই উপস্থিত সব চিত্রসাংবাদিক সমস্বরে আগের রাতের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সালমান গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পাপারাজ্জিরা চিৎকার করে বলতে থাকেন, ‘ভাই, কালকের জন্য আমরা দুঃখিত।’ কেউ কেউ আবার ভালোবেসে বলেন, ‘লাভ ইউ ভাই।’

উপস্থিত আলোকচিত্রীদের এমন কাণ্ড দেখে সালমানের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল রসিকতা জড়ানো। তিনি অনুষ্ঠানস্থলের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘এই জায়গাটা একদম ঠিক আছে।’ মূলত আগের দিন হাসপাতালে তাকে ঘিরে ধরার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই এই মন্তব্য করেন ভাইজান। তবে রসিকতা সেখানেই

থামেনি। সিনেমার মূল অভিনেতা ও পরিচালক রিতেশ দেশমুখকে পাশে নিয়ে সালমান পাপারাজ্জিদের আরও একটু খোঁচা দিয়ে বলেন, ‘জোরে বলো—সরি!’ সালমানের এমন খুনসুটি দেখে পাশে থাকা রিতেশও হাসিতে ফেটে পড়েন, আর বাধ্য হয়ে পাপারাজ্জিরাও আরও জোরে দুঃখ প্রকাশ করেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক পরিচিতজনকে দেখতে গিয়েছিলেন সালমান। তিনি হাসপাতাল থেকে বের হতেই পাপারাজ্জিরা তার নাম ধরে চিৎকার করতে থাকেন এবং তার আগামী সিনেমা ‘মাতৃভূমি’ নিয়ে প্রশ্ন শুরু করেন। হাসপাতালে এমন অনধিকার প্রবেশ ও সংবেদনশীলতার অভাব দেখে চটে যান সালমান। রাতেই ইনস্টাগ্রামে একের পর এক পোস্টে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

একটি পোস্টে সালমান লেখেন, যদি কেউ আমার ক্ষতি বা দুঃখের মধ্য দিয়ে টাকা কামাতে চায়, তবে চুপ থাকুন। আনন্দ পাবেন না। ভাই ভাই ভাই বলে চিৎকার করছেন, অথচ মাতৃভূমি সিনেমার কী দরকার এখন? সিনেমার প্রচার বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি মানুষের জীবন? অন্য একটি পোস্টে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখেন, এমন শ’খানেক ক্যামেরা আমি জ্বালিয়ে দিতে পারি। আমার কোনো ভাইয়ের দুঃখের সময়ে পরের বার আমার সঙ্গে এমনটা করার চেষ্টা করেই দেখো না! তোমাদের পরিবারের কেউ হাসপাতালে থাকলে কি আমি এমন আচরণ করতাম? নিজের চিরচেনা লড়াকু মেজাজে ৬০ বছর বয়সী এই তারকা আরও লেখেন, ষাটের কোঠায় পা দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু লড়াই করতে ভুলে যাইনি, এটা মাথায় রেখো। জেলে পুরবে? হা হা হা...

হাসপাতালের এই ঘটনার ঠিক দুদিন আগে অবশ্য একাকিত্ব নিয়ে একটি রহস্যময় পোস্ট করেছিলেন সালমান। নিজের সুগঠিত শরীরের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছিলেন, একা থাকা এবং একাকী বোধ করার মধ্যে তফাৎ আছে। একা থাকাটা নিজের পছন্দ, আর একাকিত্ব হলো যখন কেউ আপনার পাশে থাকতে চায় না। এবার আপনারা বুঝে নিন আপনাদের কী করা উচিত। সালমানের সেই পোস্টে তার ২০০৫ সালের ‘লাকি’ সিনেমার সহ-অভিনেত্রী স্নেহা উল্লাল মন্তব্য করেন, ‘উফ আদি (সিনেমার চরিত্র), লাকি সিনেমার শুটিংয়ের সময় কেন এমন শরীর বানাওনি?’

সালমানকে সর্বশেষ পর্দায় ‘রাজা শিবাজি’ সিনেমায় জিভা মাহালা চরিত্রে দেখা গেছে। খুব শিগগিরই তাকে প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে আগামী অ্যাকশন সিনেমা ‘মাতৃভূমি’তে।

সুশান্তের মৃত্যুর পর বড় পদক্ষেপ নিলেন রিয়া

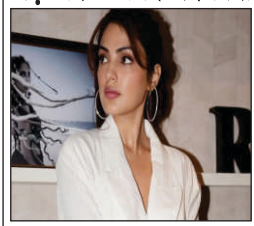

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪ সালে ‘চ্যাপ্টার ২’ নামে নিজের একটি অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। বেশ কয়েকটি পর্ব সাড়া ফেলেছিল। তবে অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল তাকে। এরপর মাদক অভিযোগে এক মাস কারাবাসেও ছিলেন তিনি। যদিও তিনি সব অভিযোগে আদালত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজেকে কোথাও হারিয়ে ফেলেন অভিনেত্রী। নিজেই এমন মনে করেন রিয়া। সে জন্য এক বড় সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অভিনেত্রীর এমন ভাবনা দেখে উদ্বেগে তার ভক্ত-অনুরাগীরা।

১৯ মে সন্ধ্যায় একটি পোস্ট করেন রিয়া চক্রবর্তী। সেই পোস্টে তিনি লিখেছেন— সম্প্রতি আমি নিজেকে খুব ‘মিস’ করছি। অনবরত কোলাহল, মোবাইল স্ক্রল করা— এসব যেন জীবনে খুব ভারি হয়ে উঠেছে। এমন আমি প্রত্যাশা করিনি। কোনো একটা মুহূর্তে জীবন্তভাবে বাঁচার অনুভূতি যেন বিরল হয়ে উঠেছে।

শান্তভাবে বেঁচে থাকার অনুভূতি যেন এখন আর নেই বলে জানান রিয়া চক্রবর্তী। সাধারণ জীবনযাপনেরও অভাব বোধ করেন তিনি। সেই পোস্টে জানান রিয়া। তিনি আরও লিখেছেন— তাই কিছু সময়ের জন্য আমি একটু থমকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটু গভীর শ্বাস নিতে চাই এবং আশপাশে যা কিছু বাস্তব ও খাঁটি, সেগুলোর সঙ্গে যোগ তৈরি করতে চাই।

আর ক্যামেরাবন্দি মুহূর্তে মন দিতে চান না বলে জানান রিয়া। এবার তিনি প্রতিমুহূর্তের স্বাদ সরাসরি উপভোগ করতে চান। তাই সামাজিক মাধ্যম থেকে কয়েক দিনের বিরতি নিলেন অভিনেত্রী। তবে শিগগিরই যে দেখা হবে ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে, সেই আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। তবে এই পোস্ট দেখে বেশ উদ্বেগে অভিনেত্রীর ভক্ত-অনুরাগীরা।

খেলার আগে চোখ পরীক্ষা করার নিয়ম, বাবা রাজি হননি: সাইফ আলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পতৌদি পরিবারের নবাব বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের স্মৃতিতে আজও তার বাবা কিংবদন্তি, ‘রিয়েল হিরো’। ‘টাইগার পতৌদি’ স্মৃতি বক্তৃতা’র মাধ্যমে সেই নায়ককে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসকে তাই কুর্নিশ।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে গাঢ় নীল ব্লেজার পরিহিত অভিনেতা। কলকাতায় ঘিয়েরঙা ট্রাউজারে সাইফ আলি খান। সেই শহরে, যে শহর তার মা-বাবার গোপন প্রেমের সাক্ষী! এদিন তার দায়িত্ব, ‘কৃতী বাবা’ টাইগার পতৌদির স্মৃতিচারণ।

তিনি যখন বিরলা সভাঘরে পা রাখেন, তখন মঞ্চে বক্তৃতা দিচ্ছেন সাবেক ক্রিকেট খেলোয়াড় ইয়ান বথাম। কখনো রসিকতা, কখনো কড়া সত্য তার ‘টাইগার পতৌদি’ স্মৃতি বক্তৃতার বিষয়। সাইফ আসতেই নড়াচড়া পড়ল বিরলা সভাঘরে উপস্থিত আমন্ত্রিতদের মধ্যে। প্রথম সারিতে বসে টাইগারপুত্র তখন মনোযোগী শ্রোতা। বথামের রসিকতার জবাবে তার ঠোঁটেও চিলতে হাসি।

সাইফের পালা আসতেই সিঁড়ি টপকে মাইক্রোফোনের সামনে। গাঢ় গলায় তিনি

বললেন, বাবা মাঠে ‘টাইগার’, বাড়িতে স্নেহশীল। কিন্তু কখনো আমাদের অযথা শাসন করেননি। বরং স্বাধীনভাবে বড় হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, মা শর্মিলা ঠাকুরের ওপর সংসারের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন বাবা। নিজে থেকে কখনো মাথা ঘামাতেন না ঘরোয়া বিষয়ে।

বাড়িতে ক্রিকেটীয় আবহ প্রতিমুহূর্তে, সারাক্ষণ খেলা নিয়ে কথা হয়। বাড়ির মালিক থেকে বাড়ির মালি— সবার মুখে মুখে একই কথা! সেই বাড়ির ছেলে অভিনেতা সাইফ আলি খান। বাবা মনসুর আলি খান পতৌদি। ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক। বাবার কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভাসলেন অভিনেতা।

সাইফ আলি খান বলেন, ভারতের তিনিই সম্ভবত একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি খেলতে গিয়ে চোখের দৃষ্টি হারিয়েছিলেন। কিন্তু খেলা ছাড়েননি।

এ প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, দুর্ঘটনার পর চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফিরেছেন বাবা। ভালো দেখতে পান না। চিকিৎসক জানিয়েছেন, বিশেষভাবে তৈরি লেন্স পরলে অনেকটাই দেখতে পাবেন তিনি। কিন্তু সেটিও সময়সাপেক্ষ। বাবা দমে যাননি। সেই অবস্থাতেই ব্যাট হাতে মাঠে নামেন। প্রথম দুই-তিনটি খেলায় স্কল্প রান করেন। অভ্যস্ত হয়ে যেতেই আবার মাঠে বিধ্বংসী হন তিনি।

মাঠে মনসুর আলি খানের দাপটের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, খেলার আগে খেলোয়াড়দের চোখ পরীক্ষা করা নিয়ম। বাবা রাজি হননি। উনি জানতেন— চোখ পরীক্ষা করাতে গেলে উনি খেলতে পারবেন না। কারণ বিশেষভাবে তৈরি লেন্স না পরলে তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু তার জন্য তিনি নিজেকে অসহায় ভাবেননি। কারও থেকে বাড়তি সুযোগ নেননি। বরং কেউ তাকে ‘প্রতিবন্ধী’ বললে আপত্তি জানাতেন।

অভিজ্ঞ নয়্যারকে ফিরিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা জার্মানির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪ ইউরো পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলেছিলেন অভিজ্ঞ গোলকিপার ম্যানুয়াল নয়্যার। তবে ৪০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষককে নিয়েই আসন্ন বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি। তাঁকেই এক নম্বর গোলকিপার হিসেবে ঘোষণাও দিয়েছেন জার্মান কোচ। তবে অধিনায়কত্ব পাচ্ছেন না নয়্যার।

ফ্রাঙ্কফুর্টে এক সংবাদ সম্মেলনে জার্মানির ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেন কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান।

জার্মানির হয়ে রেকর্ড ১২৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা নয়্যার এর আগের চার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ২০১৪ সালে শিরোপা জিতেছিলেন তিনি। সেবার টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক হন নয়্যার।

এ সময় নাগলসমান জানান, অবসর ভেঙে ফেরা নয়্যারই বিশ্বকাপে তাঁর প্রথম পছন্দ, 'মানুয়েল কোন মানের খেলোয়াড় এবং দলের জন্য কী অবদান রাখতে পারে, তা সবাই জানে। আমরা তাকে ১ নম্বর (প্রধান গোলকিপার) হিসেবেই পরিকল্পনা করছি।'

জার্মানিকে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবেন ইয়োশুয়া কিমিখ। ম্যানচেস্টার সিটি ও বায়ার্নের সাবেক উইঙ্গার লিরয় সানেও দলে জায়গা ধরে রেখেছেন। এছাড়া চোট কাটিয়ে বিশ্বকাপ দলে ফিরেছেন বায়ার্ন মিডফিল্ডার জামাল মুসিয়ালাও। এছাড়া আর্সেনালের হয়ে সদ্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতা কাই হাভার্টজ, লিভারপুলের ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস এবং নিউক্যাসলের নিক ভোল্টেমাডরাও বিশ্বকাপে যাচ্ছেন। বায়ার্নের ১৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড লেনার্ট কার্লও প্রথমবারের মতো কোনো বড় টুর্নামেন্টের জন্য ডাক পেয়েছেন।

গত কয়েক বছরে নিয়মিত খেলেছেন, এমন ফুটবলারদের মধ্যে নিকলাস ফুলক্রুগ ও রবার্ট আনড্রিখ বিশ্বকাপে জায়গা পাননি। এ ছাড়া চোটের কারণে আগেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েছিলেন বায়ার্ন ফরোয়ার্ড সার্জ নাবরি ও বার্সেলোনা গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন।

জার্মানির বিশ্বকাপ স্কোয়াড

গোলকিপার: মানুয়েল নয়্যার, অলিভার বাউমান, আলেকজান্ডার ন্যুবেল।

ডিফেন্ডার: অ্যান্টোনিও রুডিগার, জোনাথন টাহ, নিকো শ্লটারবেক, ভালডেমার আন্টন, ডেভিড রাউম, মালিক থিয়াও, নাথানিয়েল ব্রাউন।

মিডফিল্ডার: ফেলিক্স এনমেচা, পাসকাল গ্রস, ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস, জামাল মুসিয়ালা, লিয়ন গোরেৎসকা, অ্যাঞ্জেলো স্টিলার, লেনার্ট কার্ল, নাদিম আমিরি, ইয়োশুয়া কিমিখ, আলেকজান্ডার পাভলোভিচ, জেমি লেভেলিং।

ফরোয়ার্ড: কাই হাভার্টজ, ডেনিজ উনদাভ, লিরয় সানে, নিকোলাস ভোল্টেমাড, মাক্সিমিলিয়ান বায়ার।

বিশ্বকাপের আগে আঙুল ভেঙেছে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের

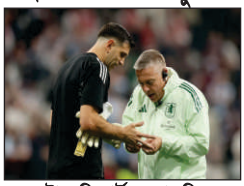

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন বিশ্বকাপের আগে বড় দুঃসংবাদ পেল আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। দলের তারকা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ আঙুল ভেঙে চোটে পড়েছেন।

ঘটনাটি ঘটে উয়েফা ইউরোপা লিগ ফাইনালের আগে। ম্যাচ শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে ওয়ার্মআপের সময় আঙুলে চোট পান এই বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক। তীব্র ব্যথা সত্ত্বেও তিনি পুরো ম্যাচ খেলেন এবং অসাধারণ পারফরম্যান্স করে ক্লিনশিটও ধরে রাখেন।

ফাইনালে অ্যাস্টন ভিলা ৩-০ ব্যবধানে জিতে শিরোপা নিশ্চিত করে, আর ম্যাচের অন্যতম নায়ক ছিলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।

ম্যাচ শেষে জানা যায়, আঙুল ভাঙা অবস্থাতেই তিনি পুরো ম্যাচ খেলেছেন। বিশেষ ব্যান্ডেজ নিয়ে মাঠে নেমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে জয়ের পথে রাখেন তিনি।

চোট নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে মার্তিনেজ বলেন, 'ওয়ার্মআপের সময় আমার আঙুল ভেঙে যায়। বল ধরার সময় সেটি বারবার সরে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি মানসিকভাবে শক্ত থাকতে।'

তবে বিশ্বকাপ নিয়ে আশঙ্কার মধ্যেও তিনি আশাবাদী। মার্তিনেজ জানান, 'এখন আমি শুধু এই জয় উপভোগ করতে চাই। এরপর পুরো মনোযোগ থাকবে বিশ্বকাপে।'

এদিকে আর্জেন্টিনা শিবিরে এখন বড় প্রশ্ন, চোট থেকে সময়মতো সেরে উঠে তিনি আসন্ন বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন কি না। মেডিক্যাল টিম ইতোমধ্যে তার এক্স-রে রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করছে এবং পুনর্বাসনের অগ্রগতি নিয়েও কাজ চলছে।

বিশ্বকাপের আগে আবারও চোট পেলেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে যখন প্রস্তুতি তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় নতুন করে চোটে পড়েছেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার। ডান পায়ের মাংসপেশির চোটে ভুগছেন তিনি, যা নিয়ে উদ্বেগে পড়েছে জাতীয় দল ও তার ক্লাব।

নেইমারের ক্লাব সান্তোস জানিয়েছে, নেইমার ইতোমধ্যেই অনুশীলন ও ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন। চোটের কারণে তিনি কোপা সুদামেরিকানা ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি এবং গ্রেমিওর বিপক্ষেও তার খেলা অনিশ্চিত।

ক্লাবের মেডিকেল বিভাগের প্রধান রদ্রিগো জোগাইব জানিয়েছেন, চোটটি গুরুতর নয় এবং দ্রুত সেরে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ব্রাজিল জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার আগে তার ফিটনেস নিয়েই এখন মূল দুশ্চিন্তা।

সম্প্রতি ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেন, যেখানে দীর্ঘ সময় পর আবারও জায়গা পেয়েছিলেন নেইমার। ২০২৩ সালের গুরুতর ইনজুরির পর এই প্রথম জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

তবে নতুন এই চোটে তার বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নিয়ে আবারও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। জাতীয় দলের কোচিং স্টাফ ইতিমধ্যে বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, কারণ কোচ আনচেলত্তি আগেই জানিয়েছেন, শুধুমাত্র সম্পূর্ণ ফিট খেলোয়াড়দেরই দলে রাখা হবে।

ব্রাজিল শিবিরের আশঙ্কা, এই চোট যদি অনুশীলনের সূচি বা আসন্ন প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণে প্রভাব ফেলে, তবে বিশ্বকাপের পরিকল্পনাতেও পরিবর্তন আসতে পারে।

বর্তমানে নেইমার সান্তোসের ট্রেনিং সেন্টারে ব্যক্তিগত চিকিৎসক দলের তত্ত্বাবধানে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আছেন। দ্রুত সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরাই এখন তার প্রধান লক্ষ্য।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR